International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 101-105
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 18-03-2026
Accepted: 30-03-2026
Publish : 31-03-2026

Tiasa Mondal
Former Guest Lecturer,
Barasat Government College,
Barasat, West Bengal, India

Correspondence:
Tiasa Mondal
Former Guest Lecturer,
Barasat Government College,
Barasat, West Bengal, India

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে দ্রব্যের ধারণায় তুলনামূলক বিশ্লেষণ

Tiasa Mondal

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19366144

Abstract:

ভারতীয় দর্শনে **"দৃশ"** ধাতু থেকে **"দর্শন"** শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, যার মানে হল **সত্যের দর্শন করে তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধিকে জীবনে আরোপ করা।** পাশ্চাত্য দর্শনে, **"Philos"** অর্থাৎ **Love (অনুরাগ)** এবং **"Sophia"** অর্থাৎ **Wisdom (জ্ঞান)** এই দুটি শব্দ থেকে **Philosophy** শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, এর মানে হল **জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ**। জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেলে **দ্রব্যের জ্ঞান** অত্যাবশ্যকীয়। **প্রথমত, ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্মত দ্রব্যকি তা উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রব্য সম্বন্ধে ধারণা ও মতামত গুলির তুলনা করার চেষ্টা করেছি। তৃতীয়ত, ভারতীয় দর্শনে দ্রব্যের ধারণা কেন ও কিভাবে পাশ্চাত্য দর্শনের থেকে অধিক উচ্চতর ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করে তা যথাযথ উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।**

Keyword: দ্রব্য, আত্মা, জগত, ভারতীয়, পাশ্চাত্য, আধ্যাত্মিক।

Introduction: ভারতীয় দর্শন হল **পারমার্থিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মতত্ত্বীয়, অন্তর্মুখী, ঐকান্তিক বাদের দর্শন,** অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শন হল **বিরুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শনকারী, দ্বন্দ্ববাদী, বুদ্ধিবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী, বিচারবাদী, বিজ্ঞানমুখী দর্শন।** দৃশ্যমান এই বাস্তব জগতে দ্রব্যের জ্ঞান অন্বেষণ করতে গিয়ে, **আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের নজরে কারোর কাছে জগৎস্থিত দ্রব্য বাস্তব, কারোর কাছে ধারণা বা আকার, আবার কেউ বলেছেন অজ্ঞাত অজ্ঞেয়, কেউ বলেছেন অবভাস। আবার কেউ কেউ কোন যুক্তি প্রদান করেননি কেবল সংশয় করে গেছেন, আবার কেউ সকল যুক্তিকে একত্র করে নিজের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সংমিশ্রনে বিচার করেছেন,** কিন্তু **ভারতীয় দর্শনিকগণ জগত স্থিত সকল দ্রব্যের সৃষ্টির মূল কারণকে চিহ্নিত করেছেন।** খুব সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে দ্রব্য সম্বন্ধে এক একটি **ধারণাকে স্বতন্ত্র** করে, সেই **ভিন্ন স্বরকে** একই তীব্রতায় অতিমানবিক **উচ্চতর দৃষ্টিতে** স্বরসমানুপতন করেছেন। **তাই উদ্ধৃত লেখনীতে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে- প্রথমত, দ্রব্য আসলে কি? দ্বিতীয়ত, ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রব্য সম্বন্ধে ধারণা ঠিক কি রকম? তৃতীয়ত, ভারতীয় দর্শনে দ্রব্যের ধারণা কেন আধ্যাত্মিক ও উচ্চতর জ্ঞান? এই তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।**

পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা:

চার্বাক দর্শন: পরমাণু অপ্রত্যক্ষগোচর, প্রত্যক্ষের মধ্যে পাওয়া যায় চার প্রকার স্থুল অনুগুলিকে যা হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এরা নিত্য ও এদের কখনও বিনাশ হয় না, স্বভাববশত রূপান্তরিত হতে থাকে। এই মতবাদকেই ভূতচতুষ্টয়বাদ বা জড়বাদ বলা হয়েছে।

জৈন দর্শন: দ্রব্য হল তাই যার উৎপত্তি, স্থিতিশীলতা ও বিনাশ আছে। আবার গুণ ও পর্যায় কে দ্রব্যের ধর্ম বলা হয়েছে। দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ গুলি হল- (পাঁচ, চার, তিন ও দুই ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন ধরণের প্রাণী), সংঘাত, অনু, স্থাবর, এস, পুদগল, আকাশ, অধর্ম, ধর্ম, বদ্ধ, মুক্ত, অজীব, জীব, এগুলি সব আস্তিকায় আর কাল হল অনস্তিকায়।

বৌদ্ধ দর্শন: মতে, জড় বস্তু হল স্বলক্ষণের ধারা। বস্তুর স্বলক্ষণকে কখনই প্রত্যক্ষ করা যায় না, শুধু স্বলক্ষণের ধারাকেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। বস্তু এক ক্ষণে উৎপন্ন হয়ে পরক্ষণের বস্তু তৈরি করেই ধ্বংস হয়ে যায়।

ন্যায় দর্শন: "ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকরণম্ ইতি দ্রব্যলক্ষ্মণম্" অর্থাৎ দ্রব্য হল ক্রিয়ার উৎস, গুণের আধার ও যৌগিক বস্তুর সমবায়িকারণ, এটিই দ্রব্যের লক্ষণ। ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে দ্রব্য **নয়টি** যেমন:- **১)পৃথিবী ২)জল ৩)তেজঃ ৪)বায়ু ৫)আকাশ ৬)দিক্ ৭)কাল ৮)আত্মা ৯)মন।**

বৈশেষিক দর্শন: ন্যায় দর্শনের মতন বৈশেষিক সম্প্রদায়ও এই **নয়টি** দ্রব্য স্বীকার করেছেন। বৈশেষিক মতে, এদের মধ্যে **[নিত্য ও অনিত দ্রব্য হল— ১)পৃথিবী ২)জল ৩)তেজঃ ৪)বায়ু, [শুধু নিত্য দ্রব্য হলো— ৬)দিক্ ৭)কাল ৮)আত্মা ৯)মন], [শুধুমাত্র মূর্তদব্য হল— ১)পৃথিবী ২)জল ৩)তেজঃ ৪)বায়ু ৯)মন], [ভূতদ্রব্য হল—১)পৃথিবী ২)জল ৩)তেজঃ ৪)বায়ু ৫)আকাশ], [ভূতদ্রব্য এবং মূর্তদ্রব্য হল—১)পৃথিবী ২)জল ৩)তেজঃ ৪)বায়ু, [শুধুমাত্র ভূতদ্রব্য হল- ৫)আকাশ], [শুধুমাত্র মূর্ত দব্য হল— ৯)মন], [ভূতদ্রব্য নয় আবার মূর্তদ্রব্য নয় এমন দ্রব্য হল— ৬)দিক্ ৭)কাল ৮)আত্মা], [অনুপরিমাণ হল— ৯)মন]।**

স্যাংখ্য দর্শন: স্যাংখ্য দর্শনের ক্ষেত্রে, ন্যায়বৈশেষিক থেকে অনেকটাই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি দ্রব্য। তাই স্যাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী দর্শন নামে পরিচিত। মূলদ্রব্য বা আদিদ্রব্য বলতে প্রকৃতিকেই বোঝায় যা জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ।

মীমাংসা দর্শন: মীমাংসা দর্শন **বহুত্ববাদী ও বস্তুবাদী** দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করেন। ভাট্ট মীমাংসকগন বলেন যা গুণের আধার ও যার পরিমান আছে, তাকেই বলা হয় দ্রব্য। দ্রব্য ছাড়া অন্য কোনো পদার্থে পরিমাণ ও গুনের আধার থাকতে পারে না। এই দর্শনে **১)পৃথিবী ২)জল ৩)তেজ ৪)বায়ু ৫)আকাশ ৬)কাল ৭)দিক্ ৮)আত্মা ৯)মন ১০)শব্দ এবং ১১)অন্ধকার এই এগারোটি দ্রব্য স্বীকৃত হয়েছে**। ভাট্টরা মনে করেন পরমাণু কোনো অতীন্দ্রিয় বস্তু হতে পারে না, পরমাণুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ:

মিলেসিয়ান দার্শনিকগন:

থেলিস: তিনি মনে করতেন জগতের পরম দ্রব্য হল **জল (Water)** থেলিস (Moist) আর্দ্রতা এর কথা বলেন। তাঁর মতে সূর্য থেকে কিরণ এসে জলকে উত্তপ্ত করে ফলে আদ্রতা সৃষ্টি হয়, সেটি বাষ্পীভূত হয়ে তার থেকে বায়ুর সৃষ্টি হয়, যখন তাপের মাত্রা 0° ডিগ্রি হয়ে যায়, তখন সেটি জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হয় আবার সূর্যের তাপে সেটি গলে গিয়ে পরে বাষ্পীভূত হয়। এইভাবে প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে এই থেকেই পৃথিবী গঠিত হয়েছে।

অ্যানাক্সিম্যান্ডার: জগতের পরম দ্রব্য হল **অসংখ্য অনির্দিষ্ট সীমাহীন মৌল পদার্থ (indefinite matter)** । অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌল গুলি সব একত্র হয়ে এক একটি পদার্থের উৎপত্তি ঘটে, এসব পদার্থগুলির নিজস্ব কোন আকার নেই, কোন গুণ নেই, কোন অন্ত নেই, সেগুলো দিয়েই জগত সৃষ্টি হয়েছে।

অ্যানাক্সিমেনেস্: এনার মতে জগতের পরম দ্রব্য হল বায়ু। বায়ুর মধ্যে তিনি দুটি লক্ষণ দেখেছেন একটি হল শীতল আরেকটি হল শুষ্ক। বায়ু হল তাই যার মধ্যে জল এবং আগুন এই দুটি সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

পিথাগোরাস সম্প্রদায়: এই জগৎ সংখ্যা দ্বারাই গঠিত সংখ্যাই হল জগতের মূল দ্রব্য, যাকে তিনি বলেছেন অভিব্যক্তি প্রকাশ। দুটি জিনিসের বর্ণ এক হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। দুটি জিনিসের স্বাদ এক হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে, কিন্তু তার মতে **সংখ্যাই একমাত্র সত্য**। জাগতিক যত বস্তু আছে সেগুলো সব সংখ্যার দ্বারাই প্রতিলিপিত হয়েছে।

ইলিয়ার দর্শন সম্প্রদায়: জেনোফেনিস, পারমিনাইডিস ও জেনো, **সত্তাকে (Benig) দ্রব্য** হিসেবে গণ্য করেন। যা কখনও ফাঁকা স্থানে অবস্থান করতে পারে না। সত্তা কখনো অসত্তা থেকে উৎপন্ন হতে পারে না, যা অখণ্ড, যার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্মন্ধে আমরা অজ্ঞাত। কালহীন অনাদি বর্তমান অবস্থাই হল সত্তা। সত্তা একই থাকে এবং এর পরিবর্তন হল ভ্রম।

হেরাক্লিটাস: সবকিছু **আগুন** থেকে উৎপত্তি। আগুনকে জগতের মূল্য দ্রব্য হিসেবে গণ্য করেন। সবকিছুই পরিবর্তনশীল।

বহুত্ববাদী সম্প্রদায় (pluralist School):

এম্পেডোক্লেস: পদার্থ চতুষ্টয় কে জগতের মূল দ্রব্য হিসেবে গণ্য করেন যা হল **পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু।**

পরমাণুবাদী সম্প্রদায়:

লিউসিপাস ও ডেমোক্রিটাস: পরমানুকে জগতের মূল দ্রব্য হিসেবে গণ্য করেন। **পরমানু** (plenum) বা **শূন্য** (Vacuum)।

সোফিস্ট-সোফিবাদ:

প্রোটাগোরাস: মনে করতেন **জ্ঞান মাত্রই ব্যক্তি নির্ভর** তাই বস্তুর স্বরূপ কখনো নির্ণয় করা যায় না।

জর্জিয়াস: জর্জিয়াস বলেন **(Nothing exists)** কোন কিছু সৎ নয়, যদি কিছু থাকে তাহলে তাকে জানা যাবে না আর যদিও বা জানতে পারার মতন কিছু থাকে তাহলে তাকে প্রকাশ করার মতন কোন ভাষা তৈরি হয় নি।

প্লেটো: তিনি প্রোটাগোরাস আর তার পথে আগ্রহী সোফিবাদীদের মতামত গুলি খণ্ডন করে তারপর নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আবার এমন টাও বলেছেন যে, **প্রত্যক্ষ করলেও অনেক সময় সঠিক জ্ঞান হয় না আবার প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনেক সময় সঠিক জ্ঞান হয়**। প্লেটো সার্বিক **ধারণার** কথা বলেন। এই ধারণাকেই তিনি দ্রব্য ও স্বনির্ভর বলে মনে করেন। এরা সার্বিক হলেও এরা ধারণা, কিন্তু কোনো বস্তু নয়। যেমন সার্বিক ধারণাটি হল "মনুষত্ব" কিন্তু বাস্তবে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন। ঠিক সেরকমই ধারণা একই ও সার্বিক। এদের পরিবর্তন হয় না, এরা নিত্য, এদের বিনাশ নেই। ধারণা সমূহ বুদ্ধিগ্রাহ্য এই ধারণাগুচ্ছ কে নিয়েই জগত গঠিত। **প্লেটোর মতে ধারণা বা আকার কিংবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগতের প্রতিফলন কে বোঝায়।**

আরিস্টাটল: অ্যারিস্টটল বলেন প্লেটোর সার্বিক ধারনা পরমতত্ত্ব হলেও বিশেষ ছাড়া সার্বিকের কোন অস্তিত্ব নেই। অ্যারিস্টোটলের মতে সামান্য কখনো এক ও ভিন্ন হতেই পারে না কারণ এটি **বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে অস্তিত্বশীল** থাকে। সার্বিক কে কখনোই স্বনির্ভর বলা চলে না। প্লেটোর সার্বিকের ধারণা এক অতীন্দ্রিয় জগতের কল্পনা, তাই অ্যারিস্টটল এমন জগতকে স্বীকার করেন না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে সাধারণ ধর্মের অন্তরস্থ কোনো না কোনো ভাবে বিশেষ ধর্ম গুলি আগে থেকে থাকবেই, নয়তো সাধারণ ধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই। আকার বস্তুকে রূপ দেয়, আর গুণ প্রকাশ পায় দ্রব্যের মাধ্যমে। **অ্যারিস্টটল মতে আকার ও উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে, জগতের সকল অস্তিত্ববান বিশেষ বিশেষ বস্তু।**

রেনেঁ দেকার্ত: দ্রব্য হিসেবে তিনটি দ্রব্য স্বীকার করেন মন ও দেহ এবং ঈশ্বর। যার অস্তিত্ব তার নিজেরই, অন্য অপর কিছুর উপরে নির্ভর করতে হয় না।

যা আত্মনির্ভর, যা স্বনির্ভর ও অসীম। মন এবং দেহ এই দ্রব্য দুটি হল ঈশ্বরের উপর নির্ভর। ঈশ্বরই হলেন জগতের পরম দ্রব্য যা নিজে স্বয়ম্ভু।

বেনেডিক্ট (বরুখ) স্পিনোজা: একটি মাত্র **দ্রব্য স্বীকার করেন সেটি হল ঈশ্বর।** ঈশ্বর দব্যের মধ্যেই সসীম দ্রব্য গুলি নিহিত রয়েছে। **যেহেতু সসীম দ্রব্যগুলি অন্যের ওপরে নির্ভর তাই তার অস্তিত্বগত সত্যতা নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন** ও বলেছেন অসীম আর একমাত্র দ্রব্য হল ঈশ্বর। **যা দ্রব্য তাই প্রকৃতি সেই ঈশ্বর**। বিকার দ্রব্যের মধ্যে থাকে।

গটফ্রিড উইলহেম লাইবনিজ: চেতনযুক্ত **মনাদ** এর কথা বলেন যা সংখ্যায় গণনা করা যায় না। যাকে অর্ধেক করা যায় না, ধ্বংস করা যায় না, বিভাজন করা যায় না। যা হল জগতের মূল কেন্দ্রবিন্দু যা জড়বস্তু নয়, যা নিত্য। তিনি **চার প্রকার মনাদ এর কথা বলেছেন—১) নিশ্চেতন ২)আত্ম-চেতন ৩)বিচারশীল মনাদ ও ৪)ঈশ্বর।**

জন লক: তাঁর মতে **দ্রব্য হল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।** অভিজ্ঞতায় আমরা কেবলমাত্র গুণ **(Substratum)** কে পাই। দ্রব্যের ধারণা হল যৌগিক ধারণা যা মৌলিক অথবা সরল ধারণার সমবায় গঠিত। দ্রব্য স্বনির্ভর এবং প্রকার দ্রব্য নির্ভর। **লক দুই রকম দ্রব্যের আলোচনা করেছেন ১) বিশিষ্ট দ্রব্যের ধারণা: ক) মূখ্যগুন ও খ) গৌণগুন** আরেকটি **২) দ্রব্যের সাধারণ ধারণা: তিন প্রকার ক) অচৈতন্য বা জড় দ্রব্যের ধারণা, খ) চিন্তনযুক্ত দ্রব্যের ধারণা আর গ) ঈশ্বরের ধারণা।**

জর্জ বার্কলে: তিনি ছিলেন **ভাববাদী দর্শনিক**। মনে করতেন সাধারণ সকল বস্তুগুলি মননির্ভর ধারণা সমগ্র। তিনি শুধুমাত্র সসীম মানসিক দ্রব্য এবং একটিমাত্র অসীম আধ্যাত্মিক দ্রব্য **(Infinite Spiritual Substance)** কে মানেন সে হল **ঈশ্বর**। দ্রব্য স্বনির্ভর।

ডেভিড হিউম: তিনি কোন **আধ্যাত্মিক (Spiritual) ও জড় (Material)** কোনো দ্রব্য কেই মানেন না। মানসিক ছাপ ও মুদ্রণ এই দুটি হল সমস্ত ধারণার শিকড়। সাধারণ ধারণা বা গুণগুচ্ছ গুলি একত্রিত হলে, কল্পনার মাধ্যমে কোন একটি বস্তুর নাম দিতে আমরা সক্ষম হই, সেই নামটিকে অন্য কেউ স্মরণ করে এবং নিজেরাও স্মরণ করি। দ্রব্য স্বনির্ভর।

ইমানুয়েল কান্ট: মতে **দ্রব্যের ধারণাটি সদ্বস্তুর জগতে আরোপিত হয় না।** দ্রব্যের ধারণাটি প্রত্যক্ষগ্রহণীয় অবভাসিত জগতে আরোপিত হয়। কান্ট দ্রব্যের দুটি জগত স্বীকার করেছেন, **একটি সদ্বস্তুর জগত আরেকটি অবভাসিত জগত।**

জর্জ উইলহেল্ম ফ্রেডরিখ হেগেল: তাঁর মতে **যা বিষয়ের আকার এবং বিষয়ী বা কর্তার জ্ঞানের আকার, তাই হল দ্রব্য।** বিষয়গত ও বিষয়ীগত উভয়ই হল দ্রব্য। **গুণ ও দ্রব্য একত্রেই হয়ে ওঠে একটি সম্পূর্ণ বস্তু, যা কর্তার সামনে ধরা দেয়।**

ফ্রান্সিস হারবার্ট ব্র্যাডলি: ব্রেডলির মতে বস্তুকে কখনোই দ্রব্য ও গুণের আকারের মাধ্যমে জানা যায় না। **যদি বলি কলমটি নীল। এখানে কলম বচনটি হল দ্রব্য আর নীল বচনটি হল তার গুণ। দ্রব্য যদি গুণ থেকে অভিন্ন হয় তাহলে নীল পেন একথা বলার কোন অর্থই হয় না। দ্রব্য যদি গুণ থেকে একান্তই ভিন্ন হয় তাহলে নীল পেন এই কথারও অর্থ মেলে না। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ কোনোটিই বাস্তব নয় কোনোটাই প্রকৃত সত্য হতে পারে না। তাঁর মতে দ্রব্য ও গুণ হল প্রতিফলিত অবভাস।**

- **ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্রব্যের ধারণা বিশ্লেষণ:**

১) কার্যকারণের সাথে দ্রব্যের সম্বন্ধ কিরূপ:

১.১. ভারতীয় দর্শন: চার্বাকগণ বলেন কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। বস্তু আকস্মিকভাবে বা বস্তু নিজের **স্বভাববশত কারণ ও কার্যের সম্বন্ধ উৎপন্ন** করে। চার্বাক ছাড়া ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ই দ্রব্যের সাথে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন।

১.২. পাশ্চাত্য দর্শনে: থেলিস মতে, **জল** হল জগতের উপাদান কারন। **অ্যানাক্সিম্যান্ডার** বলেন অসংখ্য **মৌলিক পদার্থ গতিবেগের দ্বারা**, একসময় আলোড়ন উৎপন্ন হয়ে, বস্তু নিজ নিজ আকার গঠন করে, যা জগত সৃষ্টির কারণ। **অ্যানাক্সিমেনেস্** মতে, বায়ু হলো এমন দ্রব্য যার মধ্যে অগ্নি ও জলের সম্ভাবনা রয়েছে আবার **বায়ু** আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার কারণ। তাই তাঁর মতে জগতের উৎপত্তির কারণ হল বায়ু। **পিথাগোরাস** সম্প্রদায় বলেন, জগতের মূল কারণ হল সংখ্যা। কারণ জাগতিক সকল বস্তুর ধারণা সংখ্যার দ্বারাই প্রতিফলিত হয়। **পারমেনাইডিস ও জেনো** দেখান সবকিছুর কারণ হল সত্তা (being)। **হেরাক্লিটাস**: আগুন হল সকল কিছুর উৎপত্তির কারণ। **এম্পেডোক্লেস**: পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু সংমিশ্রণ হলো জগতের কারণ। **অ্যান্যাক্সাগোরাস**: সবকিছু অস্তিত্বের কারণ হল মন। **লিউসিপাস ও ডেমোক্রিটাস**: মতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু হল জগত সৃষ্টির কারণ। **প্রোটাগোরাস**: বস্তুর স্বরূপকে জানার জন্য জ্ঞাতার মনই আসল কারণ। **প্লেটোর**: ধারণা **(idea)** বা আকারই **(Form)** হল জগত সৃষ্টির মূল কারণ এবং পরম কারণ হলেন ঈশ্বর। **আরিস্টটল** চতুর্বিধ কারণের কথা বলেন, যা হল উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ, আকার কারণ এবং পরম কারণ। তিনি করার জড়ের **(Potentiality)** এবং প্রাণের **(Actuality)** এর কথা বলেন। জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছেন ঈশ্বর যিনি পরম কারণ **(Final cause)**, যিনি বিশুদ্ধ আকার **(Pure Form)**। **দেকার্ত**: **"আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি"** অর্থাৎ **"Cogito ergo sum"** এই স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র বাক্যই এমন ধারণা দেয় যে আমি আছি, বস্তু জগত আছে আর ঈশ্বরও আছেন যা হল বুদ্ধি লব্ধ জ্ঞান, এমন চিন্তাই হল সবকিছুর কারণ। **স্পিনোজা: দ্রব্য বা ঈশ্বরকে বা সৃজনী প্রকৃতি (Natura naturans) কে "কারণ" বলেছেন, ফলেই এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি হয়েছে সেই প্রকটিত প্রকৃতি (Natura naturata) কে "কার্য" বলেছেন। লাইবনিজ**; ঈশ্বর থেকে অসংখ্য চিদানু নির্গত হয়েছে তাই **ঈশ্বর** হল জগতের কারণ। **লক**: ধারণার কথা বলেছেন কার্যের ধারণার সাথে কারণের ধারণার সম্বন্ধেকেই বলা হচ্ছে কার্যকারণ সম্বন্ধ। **বার্কলে**: মন অতিরিক্ত বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই রূপ মন সকল কিছু ধারণার কারণ। ধারণা হল সংবেদনমূলক কিন্তু এই সংবেদনমূলক ধারণাটার উৎস কোথা থেকে এসেছে? সেই সন্ধানে তিনি **ঈশ্বরের অস্তিত্ব সকল কিছুর কারণ** রূপে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বাহ্য জগতের বস্তু মানেই মনন ধর্মী। **হিউম**: কার্যকারণ সম্বন্ধ যে অনিশ্চিত হতে পারে তা তিনি স্বীকার করেন না। পরপর দুটি ঘটনার আগে পরে হওয়ার এমন সতত সংযোগের কথা বলেন এই

দুটি ঘটনার একটিকে কার্য এবং আরেকটিকে কারণ নামে অভিহিত করা হয়। দুটি ঘটনা **Constantly Conjoined** হয়ে থাকে। **কান্ট**: মতে ১২টি বুদ্ধিলব্ধ পূর্বতসিদ্ধ ধারণার মধ্যে একটি হল কার্যকারণের ধারণা। কার্য এবং কারণ সম্বন্ধের জ্ঞান হল **পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক (Synthetic a priori) জ্ঞান**। ধারণাটি সর্বত্র উপস্থিত ও অনির্বায্য যা বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় না। **হেগেল**: কার্য এবং কারণ দুজনেই একে অপরের পরিপূরক, **"কারণ" প্রয়োজনীয়তায় "কার্যে" পরিণত হয় এবং "কার্য" তার প্রয়োজনীয়তায় "কারণে" রূপান্তরিত হয়**, আসলেই এটি একটি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। কার্যকারণ বিচ্ছিন্ন নয় তাদের মধ্যে একতা আছে। তিনি বলছেন **"বহু কিছুকে নিয়েই এক"**। **ব্র্যাডলি**: দ্রব্য কে কখনো জানা যায় না, **"কারণ" থেকে "কার্য " সম্পূর্ণভাবে নিঃসৃত হতে পারে না, আবার "কার্য" "কারণের" থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, কার্যকারণের জ্ঞান হতে গিয়ে ভ্রম উৎপন্ন হয়,** তাই তিনি **কার্য কারণ সম্বন্ধকে বলেছেন অবভাস মাত্র।**

২) দ্রব্য সম্পর্কে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদ:

২.১. (ক) দ্রব্যের পরিবর্তন ও অপরিবর্তনশীলতা

চার্বাকমতে: দ্রব্য স্বভাববশতই পরিবর্তিত হয়। **জৈন মতে**: দ্রব্যের দুটি ধর্মের মধ্যে, **পর্যায়** হল পরিবর্তনশীল ও **গুন** হল অপরিবর্তনশীল। **বৌদ্ধ মতে**: বস্তু **একক্ষণের জন্য স্থায়ী**, পরেরক্ষণের বস্তু উৎপন্ন হতে না হতেই পূর্বক্ষণের বস্তু বিলিন হয়ে যায়। **ন্যায় মতে**: দ্রব্য **পরিবর্তনশীল এবং অপরিবর্তনশীল** দুটোই হতে পারে। **বৈশেষিক মতে**: পরমাণু যা **অবিচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য, নিষ্ক্রিয়, গতিহীন, নিত্য, অপরিবর্তনীয়, গোলাকার**। **মীমাংসা মতে: বিশেষ বিশেষ বস্তুগুলির উৎপত্তি এবং ধ্বংস** আছে। কিন্তু **আত্মা নিত্য।**

২.১.(খ) আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি: চার্বাকগণ, জৈনগণ, বৌদ্ধগণ, আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে কোন ঈশ্বর মানেন না, তাঁরা নাস্তিক নামে পরিচিতি। **ন্যায়বৈশেষিকগণ:** ঈশ্বরকে কোন পদার্থ হিসেবে উল্লেখ করেননি, **ঈশ্বরকে বলেছেন এক চেতন দ্রব্য স্বরূপ পরম আত্মা।** ঈশ্বর জগতের এক একটি দ্রব্যকে কালে ও সময়ে সংযুক্ত করে এক নৈতিক জগতের সৃষ্টি করেছেন। **সাংখ্যগণ:** প্রকৃতি হল পরম দ্রব্য **প্রকৃতির স্বরূপে পরিবর্তন** যখন হয় প্রকৃতি নিজের মধ্যে বিলীন হতে থাকে আর পুরুষ ভোগবশত প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত হলে **প্রকৃতির বিরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে অভিব্যক্তি** ঘটে। **মীমাংসকগণ:** নিরশ্বরবাদী, এই সম্প্রদায়ে বেদ অনুসারে দেবদেবীর কল্পনা করে যাগযজ্ঞ করা হয়। যেহেতু **বেদের কোন স্রষ্টা নেই তাই মীমাংসকগণ কোন ঈশ্বর এ বিশ্বাসী নন।**

২.১.(গ) ভারতীয় দর্শনে চার্বাকগণ: বস্তুবাদী। **জৈনগণ:** বহুত্ববাদী ও বস্তুস্বাতন্ত্রবাদী। **বৌদ্ধগণ**: মহর্ষি গৌতম বুদ্ধ বাস্তববাদী, বৌদ্ধ দর্শনে **ক্ষণিকত্ববাদ** মানেন, বৌদ্ধদের একটি সম্প্রদায় **হীনযান** তারা **বস্তুবাদী**, অরেকটি সম্প্রদায় **মহাযান** হলেন **ভাববাদী**, এই মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে **যোগাচাররা** যাঁরা **বিজ্ঞানবাদী** এবং **মহাযানী মাধ্যমিকগণ** আছেন যাঁরা **শূন্যবাদী** নামে পরিচিত। **ন্যায় দার্শনিকগণ**: বস্তুবাদ স্বীকার করেন। **বৈশেষিকগণ:** পরমাণুবাদী নামে পরিচিত। **সাংখ্যগণ**: জড়ো হল প্রকৃতি, তাই প্রকৃতি পরিণামবাদ এছাড়া প্রকৃতি (জড়) ও পুরুষ (অজড়) **দ্বৈতবাদী** দর্শন নামে পরিচিত। **মীমাংসাগণ**: বহুত্ববাদী ও বস্তুবাদী।

২.২.(ক) পাশ্চাত্য দর্শন : মিলেসিয়ান দার্শনিকগণ **বস্তুবাদী ও Hyclists** নামে পরিচিত। **পিথাগোরাস: ভাববাদী। জেনোফেনিস: আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী, পারমিনাইডিস ও জেনো** হলেন**: Monistic realistic, অধিবিদ্যাগত, বাস্তববাদী। হেরাক্লিটাস বাস্তববাদী দার্শনিক। এম্পেডোক্লেস ও আনাক্সাগোরাস হলেন বহুত্ববাদী। প্লেটো ভাববাদী এবং যুক্তিবাদী। অ্যারিস্টোটল বাস্তববাদী দার্শনিক। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলেন দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজ। লক, বার্কলে, হিউম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ বিচারবাদী হলেন কান্ট। হেগেল হলেন পরম ভাববাদী ও যুক্তিবাদী।**

৩) দ্রব্যের সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার মাধ্যমগুলি হল:

৩.১.ভারতীয় দর্শনে: চার্বাকমতে একমাত্র **প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই দ্রব্যের জ্ঞান** হয়। **বৌদ্ধ, জৈন, বৈশেষিকগণ প্রত্যক্ষের সাথে অনুমানকে** মানেন। **সাংখ্য দর্শনে** যথা **শব্দ কে যুক্ত করে তিনটি প্রমাণ** স্বীকৃত। **ন্যায় দার্শনিকগণ উপমানকে** যুক্ত করে **চারটি প্রমান** স্বীকৃত। **প্রভাকর মীমাংসা** দর্শনে **অর্থাপত্তি** কে নিয়ে **পাঁচটি**। **ভট্ট মীমাংসা** মতে **অনুপলব্ধি** কে নিয়ে **ছয়টি প্রমাণ** স্বীকার করেন। প্রতিটি সম্প্রদায় অন্তরস্থ স্বীকৃত **প্রমানের** দ্বারা তাঁরা দ্রব্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে বিশ্বাসী।

৩.২.পাশ্চাত্য দর্শনে, কোনো মতামতের **ঐক্যতা নেই**, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন: **প্রাক সক্রেটিস সম্প্রদায়গণ** বলবেন যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা দ্রব্যের জ্ঞান সম্ভব। **প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ ও সক্রেটিস** যুক্তির মাধ্যমে**; প্লেটো** বলেন সার্বিক ধারণা ও তর্কের মাধ্যমে; আর **অ্যারিস্টটল** বলেন যুক্তি, পর্যবেক্ষণ। **বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ** বুদ্ধি, সহজাত ধারণার ও যুক্তি দ্বারা; **অভিজ্ঞতাবাদী** দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষণের মাধ্যমে; **কান্ট** আবার বুদ্ধি, যুক্তি, অভিজ্ঞতা, বিচার, পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ সবকিছুই স্বীকার করেছেন। **হেগেল** বলবেন যুক্তি ও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে**; ব্র্যাডলি** বলেন দ্রব্যের জ্ঞান হল অবভাস।

৪) ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের মতামতের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের মূল্যায়ন:

চার্বাক, হিউম ও ব্র্যাডলি কার্যকারণ সম্বন্ধ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় কার্যকারণ তত্ত্ব নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন। **দ্রব্যের পরিবর্তনীয়তা নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণ সকলেই ঐশ্বরিক মতবাদ পোষণ করেন কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে তা অধিক বিশ্লেষণাত্মক ও সংশয়মুখী মতভেদ দেখা দেয়।** আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি; দ্রব্য সম্পর্কে মতবাদ; জ্ঞান হওয়ার মাধ্যম; মতামতের **সাদৃশ্য** ও **বৈসাদৃশ্য** দেখা যায়। **ভারতীয় দর্শন জগতের দ্রব্যের উৎপত্তি থেকে বিনাশ পর্যন্ত, প্রত্যেকটি সমস্যাকে আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে সেগুলিকে একত্র করে, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, আত্মশুদ্ধির বাহক হয়ে, স্বকীয় পথ উন্মোচন করেছেন।** এদিকে **পাশ্চাত্য দর্শন বৈজ্ঞানিক, যৌক্তিক, বিচারবাদ, বস্তুস্বাতন্ত্র, কঠোর ধারণাগত বিশ্লেষণ, বিতর্ক, মতের ভিন্নতার কারণে জ্ঞান কোথাও না কোথাও গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে**। ভারতীয় দর্শন আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সকল দ্রব্যের আধার পরম ঈশ্বর দ্রব্যের দ্বারা জগতের সকল সংশয়কে দমন করে **মোক্ষ** লাভের দিকে পরিচালিত হয়েছেন।

Conclusion: ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের দ্রব্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে **এই আলোচনা অত্যন্ত গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক কারণ তা, দ্রব্য সম্পর্কে জ্ঞান যেমন আমাদের সামনে থাকা (বস্তুটা আসলে কি?) যে কোন জিনিসকে ভেঙে বুঝতে শেখায়। আমাদের চাক্ষুষ্মান বাস্তব জগতের ধারণা পরিষ্কার করে। শিশুর জন্মের আগে ভ্রূনের অস্তিত্বকে যেমন অস্বীকার করা যায় না ঠিক তেমনি সৃষ্টির কারণ হিসেবে দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করা হয় আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে আমাদের নিজেদের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা হয়, যা সুবিধাজনক নয়।** তাই আমাদের জগতের **আদি, বর্তমান ও ভবিষ্যতে** দ্রব্যের জ্ঞান হওয়া **ন্যায়সঙ্গত**, অত্যাবশ্যক, নবরূপদানকারী উপলক্ষ হওয়া উচিত। **ভারতীয় দর্শনের** একটি উল্লেখ্য বিষয় **"আত্মা" দ্রব্য হল নিত্য ও স্থায়ী**, এই জ্ঞান আমাদের **অন্তরের সত্তাকে স্থির** করে এবং **পরিবর্তনশীল জড়** জগতের থেকে একদম **স্বতন্ত্র আত্মবিশ্বাসী** সত্তা হিসেবে **উচ্চমূল্য দেয়।**

তথ্যসূত্র:

1. **Banerjee, A. K. (2018). Paschatto darshaner itihas (Vol. 1). Santra Publication.**
2. **Banerjee, A. K. (2022). Paschatto darshaner itihas (Vol. 2). Santra Publication.**
3. **Bhattacharya, S. (2015). Bhartiya darshan. Book Syndicate Private Limited.**
4. **Bhattacharya, S. (2020). Paschatya darshaner itihas (History of Western philosophy). Book Syndicate Private Limited.**
5. **Composite substances as true wholes: Toward a modified Nyāya-Vaiśeṣika theory of composite substances. (2020). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1353-/cjp.2011.0015**
6. **Kenny, A. (2006). An illustrated brief history of Western phil-osophy. Blackwell Publishing.**
7. **McCrea, L. (2002). Novelty of form and novelty of substance in seventeenth century Mīmāṃsā. Journal of Indian Philosophy, 30, 481–494.**
8. **Mohanty, J. N. (1980). Understanding some ontological differences in Indian philosophy. Journal of Indian Philosophy, 205–217.**
9. **Mukherjee, G. (2022). Pashchatya darshaner itihas. Book Syndicate Private Limited.**
10. **Munshi, R. C. (1959). Western philosophy (Pashchatya darshan). Baikuntha Book House.**
11. **Nicholson, H. R. (2004). Specifying the nature of substance in Aristotle and in Indian philosophy. Journal of Indian Philosophy, 54(4), 533–553.**
12. **Raja Ram Dravid. (n.d.). The problem of universals in Indian philosophy. http://hdl.handle.net/10603/311861**
13. **Saritha, T. P. (n.d.). The metaphysical concept of dravya in Jaina philosophy. (ISSN: 2394-7519).**
14. **Sharma, C. (2016). A critical survey of Indian philosophy. Motilal Banarsidass Publishers.**
15. **Sharma, C. (2020). Adhunik pashchatya darshan. Mahabir Publication.**
16. **Substance and universals. (n.d.). http://www.ebookbo-u.edu.bd**
17. **Wilson, C. (n.d.). Modern Western philosophy (Chapter 59).**